দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JAN 2006 ...

ভালো নেই বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা, পদে পদে বঞ্চনা

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র- ৪

- বেতন পান না নিয়মিত, নেই পেনশন
- সারা জীবনে একটি মাত্র ইনক্রিমেন্ট
- সহকারি অধ্যাপকের উপর কোন পদ নেই

সাহাবুল হক ॥ ভালো নেই দেশের বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরাও। শুধু বেতন ভাতাদি নয় বরং পদে পদে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। তাদের নেই কোন প্রমোশনের ব্যবস্থা। নেই যুগোপযোগী কোন চাকরিবিধিও। চাকরি জীবন শেষে পেনশনেরও ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ব্যাপারে বার বার আশ্বাস পাওয়া গেলে তাও বাস্তবায়িত হয়নি। সব মিলিয়ে দেশে কলেজের সংখ্যা ২৩৯৯টি। তন্মধ্যে সরকারি কলেজ ২৩৩টি। বাকীগুলো সবই বেসরকারি। মোট শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। বর্তমানে বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা পান সরকারি কলেজের শিক্ষকদের মূল বেতনের ৯০ ভাগ, বাড়ী ভাড়া ১শ' টাকা, চিকিৎসা ভাতা দেড়শ' টাকা, উৎসব ভাতা ১৩৮৩ টাকা এবং ১৯৯১ এর বেতন কাঠামোর দেড়শ টাকার একটি ইনক্রিমেন্ট। সারা জীবনের জন্য শুধু এই একটি ইনক্রিমেন্টই। মেডিক্যাল ভাতা চালু হয় ১৯৮৪ সালে। গত ২০ বছর পর্যন্ত এই একই অবস্থায় চলছে মেডিক্যাল ভাতা এবং ইনক্রিমেন্ট। কালের বিবর্তনে ঐ টাকার মূল্যমান নেমে এসেছে ৩০/৩৫ টাকায়। এইসব বেতন ভাতাদিও শিক্ষকরা নিয়মিত পান না। উৎসবের ভাতা সাধারণত তারা পান উৎসবের পর। এ নিয়ে

(১৯শ পৃঃ ১-এর কঃ দেঃ)

ভালো নেই বেসরকারি শিক্ষকরা

(২০শ পৃঃ পর)

ক্ষকদের হতে হয় চরম ভোগান্তির শিকার। এই ক্ষকদের চাকরিও নেই কোন নিশ্চয়তা। সামান্য টিতেই যে কোন সময় চাকরি থেকে বরখাস্ত কিংবা তন বন্ধ হয়ে যায়।

সরকারি এবং বেসরকারি কলেজের শিক্ষকদের মান যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি কলেজের ক্ষকরা বেতন ভাতাসহ সকল সুযোগ সুবিধা পান সরকারি কলেজ শিক্ষকদের দ্বিগুণ। চাকরির শত াগ নিশ্চয়তা তো থাকছেই। সরকারি কলেজের ক্ষকরা নতুন বেতন স্কেলে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ রলেও বেসরকারি শিক্ষকরা তা পাচ্ছেন না।

জানা যায়, ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান সরকার ঘাষণা দিয়েছিলেন ১৯৮৫ সালের মধ্যে বেসরকারি লেজ শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হবে। রপর বিভিন্ন সরকার জাতীয়করণের আশ্বাস দিলেও র আর বাস্তবায়ন হয়নি।

কলেজ শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, তারা বর্তমানে নানা ধরনের সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। ২ ও ৮ বছর পূর্তিতে ২৫ বছর ধরে বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের প্রাপ্ত উচ্চতর স্কেল গত বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বন্ধ করে দিয়েছে। অনুপাত প্রথার কারণে হাজার হাজার শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাচ্ছে না। একই পদে থেকেই অধিকাংশ শিক্ষককে তার শিক্ষকতা জীবন শেষ করতে হচ্ছে। শিক্ষকরা জানান, আন্দোলনের মুখে ১৯৯৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

জানা যায়, শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারি হ্রাসের জন্য তিন বছর আগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনবল কাঠামো জারি করা হয়েছে। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারি হ্রাস করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগকে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে শিক্ষকরা জানান। তারা জানান, সরকারি শিক্ষকদের আয়কর দিতে হয় না। তাদের আয়কর সরকার পরিশোধিত বলে গণ্য করা হয়। অথচ বেসরকারি শিক্ষকরা যারা নিয়মিত বেতন-ভাতা পান না তাদের উপর আয়কর প্রদানের জন্য অযথা হয়রানি করা হচ্ছে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেন গত কয়েক বছরে রাজনৈতিক কারণে সহস্রাধিক শিক্ষক চাকরিচ্যুত হয়েছে। অজানা কারণে অনেক শিক্ষকের বেতন ভাতাদি বন্ধ হয়ে গেছে। গভর্নিং বডিতে অযথা হস্তক্ষেপসহ শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরিচ্যুত করার প্রতিবাদে গত কয়েক বছরে সরকারের বিরুদ্ধে ১০ হাজারের বেশি মামলা হয়েছে। বিশ্বের কোথাও শিক্ষাকে কেন্দ্র করে এতো মামলা হয়নি বলে জানান শিক্ষকরা।

কলেজ শিক্ষকদের দুরবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, কলেজ শিক্ষকরা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত এবং বঞ্চিত। চলমান শিক্ষক আন্দোলনে তারা নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাদের উপর নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে। এ অবস্থা থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। বাংলাদেশ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি